USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

ACDI VOCA
Expanding Opportunities Worldwide

প্রোগ্রাম ফর স্ট্রেনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাকসেস টু রিসোর্সেস (প্রসার)
প্রকল্পের আওতায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর জন্য প্রণীত

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ক ম্যানুয়াল

codec
Muslim Aid
Serving Humanity
সুশীলন
Shushilan

PCI

প্রোগ্রাম ফর স্ট্রেনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাকসেস টু রিসোর্সেস (প্রসার)
প্রকল্পের আওতায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর জন্য প্রণীত

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ক ম্যানুয়াল

প্রোগ্রাম ফর স্ট্রেনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাকসেস টু রিসোর্সেস (প্রসার)
প্রকল্পের আওতায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর জন্য প্রণীত

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ক ম্যানুয়াল

প্রকাশকাল
অক্টোবর, ২০১৩

প্রকাশনা ও স্বত্ব
প্রোগ্রাম ফর স্ট্রেনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাকসেস টু রিসোর্সেস (প্রসার)
বাড়ি# ৪১১, সড়ক# ৪, সোনাডাঙ্গা হাউজিং ফেইজ# ২, খুলনা।

উপদেষ্টা
ম্যারি ক্যাডরিন
ডা. মোঃ সোহেল রানা
খোদাদাদ হোসেন সরকার

সার্বিক তত্ত্বাবধান
কাজী সাহিদুর রহমান
মোঃ মোস্তফা কামাল

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা
জাহিদ হোসেন
মমতাজ শিরিন
হাসিনা আক্তার মিতা
সাব্বির হোসেন

আর্থিক সহায়তা
ইউএসএআইডি/বাংলাদেশ
মাদানি এভেনিউ, ঢাকা।

অলঙ্করণ
অর্ক
লালমাটিয়া, ঢাকা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

স্কাউট ও গার্ল গাইডের জন্য 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ক ম্যানুয়াল' প্রণয়নে নিরাপদকে সম্পৃক্ত করার জন্য "প্রজেক্ট কনসার্ন ইন্টারন্যাশনাল"-কে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ ম্যানুয়াল তৈরির সময় প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সার্বিক সহযোগিতার জন্য মো: মোস্তফা কামাল-কে আমাদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে আমাদের কনসালট্যান্ট জাহিদ হোসেন ধারাভিত্তিক দিকনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁর প্রতি নিরাপদ এর পক্ষ থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও সার্বিক শুভকামনা। শরণখোলা ও লোহাগড়া উপজেলায় মাঠ পর্যায়ের 'ফিল্ড টেস্ট' সুসংগঠিত করার জন্য অবনিন্দ চন্দ্র কর্মকার ও খালেদা আক্তার এর প্রতি 'নিরাপদ' এর পক্ষ থেকে বিশেষ ধন্যবাদ। এছাড়া এ ম্যানুয়াল প্রণয়নে মূল্যবান সহায়তা প্রদানের জন্য কোডেক, মুসলিম এইড ও সুশীলন - এর মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মীদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও তথ্য প্রদানের জন্য মতবিনিময় সভা ও 'ফিল্ড টেস্ট' এ অংশগ্রহণকারী সকলের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ম্যানুয়ালটি প্রণয়নের সময় দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার মডিউল, গবেষণাপত্র, হ্যান্ডবুক এবং প্রকাশনার সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। এই সংস্থাগুলোর প্রতিও আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়াও যারা ভবিষ্যতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ম্যানুয়ালটি ব্যবহার করবেন, তাদের প্রতি 'নিরাপদ' এর পক্ষ থেকে রইল সার্বিক শুভকামনা।

কাজী সাহিদুর রহমান
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
নিরাপদ

সূচী

সেকশন ১ : কোর্স ম্যানুয়াল ৭
কোর্সের ভূমিকা ৯
কোর্সের উদ্দেশ্য ৯
কোর্সের বিষয়বস্তু ৯
কোর্সের অংশগ্রহণকারী ১০
প্রশিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতি ১০
কোর্সের সময়সূচী ১১
ম্যানুয়াল ব্যবহার পদ্ধতি ১১

সেকশন ২ : কোর্স মডিউল ১৩
মডিউল ১ : স্কাউট ও গার্ল গাইড আন্দোলন ১৫
১.১. কার্যক্রম ও নীতিমালা ১৬
১.২. জনকল্যাণ ও স্বেচ্ছাসেবা ১৮
১.৩. আর্তমানবতার সেবা ২০
১.৪. স্কাউট ও গার্ল গাইড এর করণীয় ২১
মডিউল ২ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর অংশগ্রহণ ২২
২.১. দুর্যোগ - ক্ষতি, বিঘ্ন, দুর্দশা ২৩
২.২. দুর্যোগ মোকাবেলা - ঝুঁকিহ্রাস, সাড়া প্রদান ২৪
২.৩. জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা ও বৈচিত্র্য ২৫
২.৪. জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মানবিক সহায়তার মান ২৬
২.৫. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর সম্ভাব্য কাজ ২৭
মডিউল ৩ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর জবাবদিহিতা ২৯
৩.১. জবাবদিহিতা ৩০
৩.২. স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা ৩১
৩.৩. অংশগ্রহণ ও মতামত আমলে নেওয়া ৩১
৩.৪. জবাবদিহিতা প্রয়োগে স্কাউট ও গার্ল গাইড এর করণীয় ৩১

সেকশন ৩ : পরিশিষ্ট ৩৩
পরিশিষ্ট ১ : প্রসার পরিচিতি ৩৪
পরিশিষ্ট ২ : সফল স্কাউট এর গল্প ৩৫
পরিশিষ্ট ৩ : বাংলাদেশে স্কাউট ও গার্ল গাইডের ইতিহাস ৩৭
পরিশিষ্ট ৪ : প্রাক/পরবর্তী প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ৩৯
পরিশিষ্ট ৫ : প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন মুডমিটার ৩১
গ্রন্থপঞ্জী ৪২

সেকশন ১

কোর্স ম্যানুয়াল

কোর্সের ভূমিকা

"দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবা" শীর্ষক এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে স্কাউট ও গার্ল গাইড এর কার্যক্রম ও নীতিমালা, তাদের কাজের মূল বিবেচ্য বিষয় - জনকল্যাণ ও স্বেচ্ছাসেবা এবং আর্তমানবতার সেবা ও এক্ষেত্রে তাদের করণীয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর অংশগ্রহণের বিবেচ্য বিষয়- জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা ও বৈচিত্র্য, জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মানবিক সহায়তার মান এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর সম্ভাব্য কাজ কী এ বিষয়গুলো উঠে এসেছে। এছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় দুর্যোগ পীড়িত মানুষের দুর্দশা লাঘবে জনকল্যাণ ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে স্কাউট ও গার্ল গাইড এর জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা, জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও মতামত আমলে নেওয়া এবং জবাবদিহিতা বিষয়ে স্কাউট ও গার্ল গাইডের করণীয় বিষয়গুলো এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এতে স্কাউট ও গার্ল গাইড এর কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড কী কাজ করবে এবং তাদের ভূমিকা কী সে সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। মূলত স্কাউট ও গার্ল গাইড এর নীতিমালার আলোকে ম্যানুয়ালটি তৈরি করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এর আলোচ্য বিষয় ও প্রদত্ত ধারণা স্কাউট ও গার্ল গাইড এর কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। এছাড়াও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিছু ধারণা যেমন, জনগোষ্ঠীর অধিকার, মানবিক সহায়তার ন্যূনতম মান, বৈচিত্র্য, জবাবদিহিতা ইত্যাদি এ ম্যানুয়ালে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। এর বিষয়বস্তু স্কাউট ও গার্ল গাইড এর অন্যতম মূলমন্ত্র 'জনকল্যাণ ও স্বেচ্ছাসেবা এবং আর্তমানবতার সেবা' এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। তাছাড়া এক দিনের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়বস্তুগুলো আরও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

কোর্সের উদ্দেশ্য

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ে স্কাউট ও গার্ল গাইডের জ্ঞান বৃদ্ধি এই ম্যানুয়ালের মূল উদ্দেশ্য। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো-

- স্কাউট ও গার্ল গাইড এর কার্যক্রম ও নীতিমালা, তাদের কাজের প্রধান বিবেচ্য বিষয়- জনকল্যাণ, স্বেচ্ছাসেবা ও আর্তমানবতার সেবা এবং এক্ষেত্রে স্কাউট ও গার্ল গাইড এর করণীয় সম্পর্কে জানানো।
- দুর্যোগ মোকাবেলার ধারণা, দুর্যোগ মোকাবেলার প্রধান বিবেচ্য বিষয়- জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা, বৈচিত্র্য, অধিকার ও মানবিক সহায়তার মান সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর সম্ভাব্য কাজ সম্পর্কে জানানো এবং দুর্যোগ পীড়িত আর্তমানবতার সেবায় তাদের অংশগ্রহণে অনুপ্রেরণা জোগানো।
- দুর্যোগ পীড়িত আর্তমানবতার সেবায় জবাবদিহিতা, এর প্রধান বিবেচ্য বিষয়- স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা এবং জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও মতামত আমলে নেওয়া সম্পর্কে জানানো এবং স্কাউট ও গার্ল গাইড এর কাজে জবাবদিহিতা প্রয়োগে অনুপ্রেরণা প্রদান।

কোর্সের বিষয়বস্তু

মডিউল ১ - স্কাউট ও গার্ল গাইড আন্দোলন

১.১ : কার্যক্রম ও নীতিমালা
১.২ : জনকল্যাণ ও স্বেচ্ছাসেবা
১.৩ : আর্তমানবতার সেবা
১.৪ : স্কাউট ও গার্ল গাইড এর করণীয়

মডিউল ২ - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর অংশগ্রহণ

২.১ : দুর্যোগ - ক্ষতি, বিঘ্ন, দুর্দশা
২.২ : দুর্যোগ মোকাবেলা - ঝুঁকিহ্রাস, সাড়া প্রদান
২.৩ : জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা ও বৈচিত্র্য
২.৪ : জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মানবিক সহায়তার মান
২.৫ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর সম্ভাব্য কাজ

মডিউল ৩ - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর জবাবদিহিতা

৩.১ : জবাবদিহিতা
৩.২ : স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা
৩.৩ : জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও মতামত আমলে নেওয়া
৩.৪ : জবাবদিহিতা বিষয়ে স্কাউট ও গার্ল গাইড এর করণীয়

কোর্সের অংশগ্রহণকারী

মডিউলটির উপর প্রশিক্ষণে স্কাউট ও গার্ল গাইডবৃন্দ অংশগ্রহণ করবে।

প্রশিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতি

আলোচ্য বিষয়বস্তুর উপর স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রায়োগিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রস্তুত করা হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার মূল ধারণার ওপর ভিত্তি করে এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি রচিত এবং এর প্রতিটি মডিউল ও অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদেরকে সফল স্কাউট এর গল্প বলা, গল্প বিশ্লেষণ ও প্রশ্ন-উত্তর, ভূমিকা অভিনয়, ভূমিকা অভিনয় বিশ্লেষণ ও আলোচনা থেকে শেখার বিষয়ে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। নিম্নে প্রতিটি অধিবেশনের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো -

প্রাক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: উদ্বোধন ও পরিচিতি পর্ব

অংশগ্রহণকারীদের পরস্পরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য সকলকে নিয়ে একটি জড়তা বিমোচন খেলার আয়োজন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীগণ কী প্রত্যাশা করেন তা জানা যেতে পারে। এরপর 'প্রসার' কার্যক্রম (পরিশিষ্ট ১) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদান ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে।

মডিউল ১: স্কাউট ও গার্ল গাইড আন্দোলন

এই মডিউলের অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে কয়েকজন সফল স্কাউট এর গল্প (পরিশিষ্ট-২) বলার মাধ্যমে স্কাউট সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে ধারণা প্রদান করা যেতে পারে। এরপর গল্প বিশ্লেষণ ও প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে স্কাউট ও গার্ল গাইড এর কার্যক্রম ও নীতিমালা (সহায়ক তথ্য ১.১ ও পরিশিষ্ট-৩) সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। অত:পর গল্পের সাথে লিংক করে জনকল্যাণ ও স্বেচ্ছাসেবা সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং স্কাউট ও গার্ল গাইড এর করণীয় আলোচনা করা যেতে পারে।

মডিউল ২: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর অংশগ্রহণ

এই মডিউলের অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে ছবি আঁকা (দুর্যোগ বিষয়ক) ও প্রদর্শনের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা যেতে পারে। এরপর ছবি বিশ্লেষণ ও প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর বিবেচ্য বিষয়- জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা ও

বৈচিত্র্য, জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মানবিক সহায়তার মান সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও আলোচনার মাধ্যমে (ছবির সাথে সূচী লিংক করে) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইডের সম্ভাব্য কাজ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

মডিউল ৩: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর জবাবদিহিতা

এই মডিউলের অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পরে দুর্যোগ সাড়াদানে স্কাউট ও গার্ল গাইড এর অংশগ্রহণ বিষয়ক ভূমিকা অভিনয় প্রদর্শন ও অভিনয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে জবাবদিহিতার মূল উপাদান সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা যেতে পারে। এরপর প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে স্কাউট ও গার্ল গাইড এর জবাবদিহিতার বিবেচ্য বিষয়- স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা, জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও মতামত আমলে নেওয়া সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা যেতে পারে। অত:পর জবাবদিহিতার ৩টি মূল উপাদান (জনগোষ্ঠীকে জানানো, তাদের কাছ থেকে জানা এবং মতামত আমলে

কোর্সের সময়সূচী

অধিবেশন	বিষয়	সময়
উদ্বোধন ও পরিচিতি		৩০ মিনিট
মডিউল ১: স্কাউট ও গার্ল গাইড আন্দোলন		
১.১:	কার্যক্রম ও নীতিমালা	৩০ মিনিট
১.২:	জনকল্যাণ ও স্বেচ্ছাসেবা	৩০ মিনিট
১.৩:	আর্তমানবতার সেবা	৩০ মিনিট
১.৪:	স্কাউট ও গার্ল গাইড এর করণীয়	৩০ মিনিট
মডিউল ২: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর অংশগ্রহণ		
২.১:	দুর্যোগ - ক্ষতি, বিঘ্ন, দুর্দশা	১৫ মিনিট
২.২:	দুর্যোগ মোকাবেলা - ঝুঁকিহ্রাস ও সাড়া প্রদান	১৫ মিনিট
২.৩:	জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা ও বৈচিত্র্য	৩০ মিনিট
২.৪:	জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মানবিক সহায়তার মান	৩০ মিনিট
২.৫:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর সম্ভাব্য কাজ	৩০ মিনিট
মডিউল ৩: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর জবাবদিহিতা		
৩.১:	জবাবদিহিতা	৩০ মিনিট
৩.২:	স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা	৩০ মিনিট
৩.৩:	জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও মতামত আমলে নেওয়া	৩০ মিনিট
৩.৪:	জবাবদিহিতা বিষয়ে স্কাউট ও গার্ল গাইড এর করণীয়	৩০ মিনিট
প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও সমাপ্তি		

নেওয়া) সম্পর্কিত স্কাউট ও গার্ল গাইডের সম্ভাব্য কাজ দলীয় আলোচনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

ম্যানুয়াল ব্যবহার পদ্ধতি

এই ম্যানুয়ালটি মূলত প্রশিক্ষণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। তবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরাও যাতে এটি সরাসরি ব্যবহার করতে পারেন সেইজন্য এতে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত নির্দেশনা এবং বিষয়বস্তুগত ব্যাখ্যা ও তথ্যাবলী আলাদাভাবে বিন্যাস করা হয়েছে। কোন বিষয়টি ম্যানুয়ালের কোন অংশে রয়েছে তা সূচী থেকে জানা যাবে।

প্রশিক্ষকগণ প্রথমেই কোর্সের উদ্দেশ্য ও কোর্সের বিষয়বস্তু শীর্ষক অংশ দুইটি পড়ে নেবেন। এ থেকে বিষয়গুলোর ব্যাপ্তি ও পরম্পরা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এর উপর ভিত্তি করে, প্রয়োজনানুসারে প্রশিক্ষণের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করবেন। বিষয়ভিত্তিক অধিবেশন পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ঠিক করার জন্য প্রশিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতি শীর্ষক অংশ পড়ে নিতে হবে। তবে, প্রশিক্ষক নিজের মতো করে অধিবেশন পরিকল্পনা করতে পারেন বা সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে অন্যান্য পদ্ধতিও ব্যবহার করতে পারেন। প্রশিক্ষণের সময়সূচী নির্ধারণ ও প্রতি অধিবেশনের জন্য সময় বণ্টন করার জন্য কোর্সের সময়সূচী শীর্ষক সারণির সহায়তা নিয়ে প্রশিক্ষক নিজের মতো করে সময়সূচী তৈরি করবেন। অধিবেশনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার জন্য প্রশিক্ষক প্রতি মডিউলের শুরুতে উল্লেখিত শিখন উদ্দেশ্য অংশ পাঠ করবেন ও এর উপর ভিত্তি করে অধিবেশনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবেন। অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য প্রশিক্ষক প্রথমে অধিবেশনের মূলবার্তা পড়ে নেবেন এবং এরপরে বিষয় সম্পর্কিত বর্ণনা ও তথ্যবলী পড়বেন।

সেকশন ২

কোর্স মডিউল

মডিউল ১ : স্কাউট ও গার্ল গাইড আন্দোলন

মডিউল ২ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর অংশগ্রহণ

মডিউল ৩ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর জবাবদিহিতা

মডিউল ১
স্কাউট ও গার্ল গাইড আন্দোলন

শিখন উদ্দেশ্য

এই মডিউল অধ্যয়নের পরে অংশগ্রহণকারীগণ স্কাউট ও গার্ল গাইড আন্দোলন সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন।

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- স্কাউট ও গার্ল গাইড এর কার্যক্রম ও নীতিমালা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- জনকল্যাণ ও স্বেচ্ছাসেবা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন;
- আর্তমানবতার সেবা বলতে কী বোঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- স্কাউট ও গার্ল গাইড এর করণীয় কী তা সঠিকভাবে বলতে পারবেন।

শিখন অধিবেশন

মডিউল ১ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে-

১.১ : কার্যক্রম ও নীতিমালা
১.২ : জনকল্যাণ ও স্বেচ্ছাসেবা
১.৩ : আর্তমানবতার সেবা
১.৪ : স্কাউট ও গার্ল গাইড এর করণীয়

মডিউল ১: স্কাউট ও গার্ল গাইড আন্দোলন

মূল বার্তা

- স্কাউট ও গার্ল গাইড এর মূল কাজ হলো স্বেচ্ছাসেবা মূলক আর্তমানবতার সহায়তা প্রদান;
- স্বেচ্ছাসেবা হলো অর্থনৈতিক প্রণোদনা ছাড়া নিজের ইচ্ছায় জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণ;
- সমাজের দুর্দশাগ্রস্ত ও আর্তদের সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে;
- জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে স্কাউট ও গার্ল গাইড জনকল্যাণ ও আর্তমানবতার সেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

১.১. কার্যক্রম ও নীতিমালা

স্কাউট আন্দোলন তরুণদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে সহায়তা করে এবং এরফলে তরুণরা সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার সুযোগ পায়। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর তৎকালীন লেফট্যানেন্ট জেনারেল বাডেন পাওয়েল ১৯০৭ সালে স্কাউটিংয়ের ধারণা প্রবর্তন করেন। ঐ বছর গ্রীষ্মে তিনি ইংল্যান্ডের ব্রাউনসি দ্বীপে এক স্কাউটিং ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেন এবং পরের বছর, 'স্কাউটিং ফর বয়েজ' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এই ক্যাম্পিং ও বই থেকেই স্কাউট আন্দোলনের শুরু। ১৯১০ সালে মেয়েদের জন্য সমান্তরাল গার্ল গাইড আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলন দ্রুত বাড়তে থাকে ও অচিরেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে, বালকদের জন্য ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অব দ্য স্কাউট মুভমেন্ট ও বালিকাদের জন্য ওয়ার্ল্ড এসোসিয়েশন অব গার্ল গাইড এই আন্দোলন পরিচালনা করছে।

লেফট্যানেন্ট জেনারেল বাডেন পাওয়েল

বাংলাদেশে স্কাউটস এবং গার্ল গাইডের কর্মকান্ড সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই চলে আসছে। বাংলাদেশ স্কাউটস, ন্যাশনাল স্কাউটিং অরগানাইজেশন অব বাংলাদেশ নামে পরিচিত। এটি ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান স্কাউটিংয়ের শাখা হিসেবে বাংলাদেশে স্থাপিত হয়, পূর্বে যা ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তান বয় স্কাউটস এসোসিয়েশন হিসেবে পরিচিত ছিল। আর বাংলাদেশ গার্ল গাইড এসোসিয়েশন আইন ১৯৭৩ পাকিস্তান গার্ল গাইডের পূর্ব পাকিস্তান শাখা বাংলাদেশ গার্ল গাইড এসোসিয়েশনে রূপান্তরিত করে।

- লেফট্যানেন্ট জেনারেল বার্ডেন পাওয়েল ১৯০৭ সালে স্কাউটিংয়ের ধারণা প্রবর্তন করেন।
- ১৯১০ সালে মেয়েদের জন্য সমান্তরাল গার্ল গাইড আন্দোলন গড়ে ওঠে।
- ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে বয় স্কাউটস তার কার্যক্রম শুরু করে।
- ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে গার্ল গাইড কাজ শুরু করে।

"সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা"
স্কাউটের প্রতিজ্ঞা

স্কাউটের প্রতিজ্ঞা হল "সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা"। এই প্রতিজ্ঞা সামনে রেখে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশ বয়স্কাউটের সদস্যরা যুদ্ধ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ চিঠি আনা-নেওয়ার কাজ করেছে। দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য পুনর্বাসন কাজে অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিদিন অন্তত একটি সেবামূলক কাজ করার লক্ষ্যে গার্ল গাইড দল বিবিধ সমাজসেবা কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে- এরমধ্যে রয়েছে, দুঃস্থ, অনাথ ও বাস্তুচ্যুত শিশুর জন্য ডে কেয়ার সেন্টার, আশ্রয়কেন্দ্র ও শিক্ষা কার্যক্রম; বৃত্তিমূলক শিক্ষা; দূষণমুক্ত পরিবেশ (বৃক্ষ রোপন, স্যানিটেশন, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও উন্নত চুলা); এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা।

স্কাউট ও গার্ল গাইডের মূল কাজের মধ্যে রয়েছে জনকল্যাণ ও আর্তমানবতার সহায়তায় স্বেচ্ছাসেবামূলক অংশগ্রহণ।

১.২. জনকল্যাণ ও স্বেচ্ছাসেবা

জনকল্যাণ হল সকল নাগরিকের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় কুশল ও সামাজিক সেবাসমূহের ব্যবস্থা করা।

জনকল্যাণের জন্য মৌলিক চাহিদাগুলো- যেমন, খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা ও শিক্ষা মেটানো বিশেষ জরুরি। রাষ্ট্রের বিভিন্ন দপ্তর উন্নয়নমূলক কাজ, বাজার তদারকি বা সরাসরি সেবা প্রবাহের মাধ্যমে নাগরিকের এই মৌলিক চাহিদাগুলো মিটিয়ে থাকে। তবে সকলের প্রয়োজন মেটানোর সাধারণ ব্যবস্থা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, অসচ্ছল পরিবার বা দুঃস্থ ব্যক্তিবর্গের কাজে আসে না। এদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা দরকার হয়। এরজন্য, অনেকক্ষেত্রেই রাষ্ট্রকে সরাসরি সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হয়। সাধারণত, এই সেবা প্রবাহ পরিচালনার ভার সমাজসেবা দপ্তরের উপর ন্যস্ত থাকে। আর এই সেবার বড় একটি অংশ জুড়ে থাকে সামজিক নিরাপত্তাবলয় কার্যক্রম।

সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ের উপকারভোগীর মধ্যে অন্যতম হল প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। এদের ভৌগোলিক অবস্থান- যেমন, দুর্গম বা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাস, সামাজিক বৈশিষ্ট্য- যেমন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, অথবা বিশেষ পেশাভিত্তিক জীবিকা- যেমন, কামার, কুমার, জেলে বা মুচি, এদেরকে প্রান্তিক অবস্থানে আবদ্ধ রাখে। এরফলে, প্রচলিত সেবা প্রবাহ এদের আওতার বাইরে থেকে যায়। তাই বিশেষ ব্যবস্থা না নিলে এরা ধারাবাহিকভাবে বঞ্চনার শিকার হতে থাকে।

সেবা প্রবাহে প্রবেশগম্যতায় বিবেচ্য হল -

- অসচ্ছল বা প্রান্তিক পরিবার
- নারী প্রধান দরিদ্র পরিবার
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রধান দরিদ্র পরিবার
- প্রান্তিক পেশাভিত্তিক পরিবার
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়
- শিশু বা বৃদ্ধ ব্যক্তি

সেবা প্রবাহে প্রবেশগম্যতা প্রসঙ্গে একটি উদ্বেগের বিষয় হল হতদরিদ্র পরিবার যারা পরিবারের সকল সদস্যের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য জোগাড় করতে বা দরকার মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে না। এদের মধ্যে রয়েছে নারী প্রধান বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রধান দরিদ্র পরিবার। আরও একটি উদ্বেগের বিষয় হল, শিশু বা বৃদ্ধ ব্যক্তি। অনেকক্ষেত্রেই, বিশেষ করে, অসচ্ছল বা প্রান্তিক পরিবারে শিশু অবহেলার শিকার হয়- তারা খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা বা বিনোদনের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়। এমনকি তারা নির্যাতনের শিকারও হয়ে থাকে। অনেক সময় তাদের উপর বাল্যবিবাহ বা শিশুশ্রম চাপিয়ে দেওয়া হয়। শারীরিক অক্ষমতার কারণে বৃদ্ধ ব্যক্তিও অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হতে পারে। এছাড়াও, পরিবারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি থাকতে পারে। এরা বিভিন্ন বয়সের হতে পারে। আর প্রতিবন্ধীর ধরণও ভিন্ন হতে পারে- যেমন, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, বাক প্রতিবন্ধী বা বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সাধারণত পরিবারে ও পরিবারের বাইরে অবহেলা, বঞ্চনা নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। এইসব প্রান্তিক ব্যক্তিবর্গের জন্য বিশেষভাবে জনকল্যাণ সেবাসমূহের ব্যবস্থা করতে হয়। প্রধানত সরকারি খাতে এই সেবাসমূহ দেওয়া হয়ে থাকে।

সরকারি খাতে, বিশেষ করে, সমাজসেবা দপ্তরের মাধ্যমে এসব উদ্বেগের সুরাহা করা ও এই সব প্রান্তিক ব্যক্তিবর্গের কাছে সেবাসমূহ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। তবে এককভাবে সরকারের পক্ষে এসব চাহিদ পুরোপুরি মেটানো সম্ভব হয় না। তাই, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় গোষ্ঠীও এসব সেবা প্রদানের কাজে অংশ নিয়ে থাকে।

বিনা পারিশ্রমিকে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন বা জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা হলো স্বেচ্ছাসেবা।

সম্পূর্ণ সেবার মানসিকতা নিয়ে স্বেচ্ছাসেবায় অংশগ্রহণ করতে হবে আর এটি হতে হবে স্বপ্রণোদিত। যেকোন ব্যক্তি যেকোন সময়ে স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে অংশ নিতে পারে। তবে এই কাজের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি থাকতে হবে। অর্থাৎ কোন রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা এই কার্যক্রম পরিচালিত হবে। আমাদের দেশে অনেক ধরণের সামাজিক ও উন্নয়ন সংগঠন আছে, যেগুলো বিভিন্ন ধরণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে কাজ করে। এমন যেকোন একটি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হয়ে যেকোন কাজ শুরু করা যায়। এক্ষেত্রে সমাজের যে সমস্যাটি একজনকে বেশি নাড়া দেয়, তিনি সেই সমস্যা নিয়ে যারা কাজ করছে তাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। এভাবে কেউ সুবিধাবঞ্চিত শিশুর শিক্ষা বিষয় নিয়ে কাজ করতে পারেন। আবার একজন দারিদ্র বিমোচন বা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কাজে অংশ নিতে পারেন। তবে সকলক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে ও কাজগুলো যথাযথ মানসম্মতভাবে করতে হবে। এরজন্য অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে।

১.৩. আর্তমানবতার সেবা

প্রতিদানের প্রত্যাশা না করে নিঃস্বার্থভাবে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জরুরি চাহিদা মেটানো হল আর্তমানবতার সেবা। এর প্রধান বিষয় হল ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি ও আশ্রয়হীনতার কারণে যারা কষ্ট পাচ্ছে তাদের জন্য অন্ন, পানীয়, চিকিৎসা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা এবং এদের কল্যাণ ও কুশল নিশ্চিত করা।

দারিদ্র মানুষকে দুর্দশাগ্রস্ত করে। দরিদ্র পরিবারগুলোর আয় ও সম্পদের পরিমাণ থাকে খুবই সামান্য। এরা দৈনিক যথেষ্ট পরিমাণ খাবার জোগাড় করতে পারে না। দরকার মতো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে না। এদের ঘরবাড়ি হয় জীর্ণ ও নড়বড়ে আর এতে স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রায় থাকেনা বললেই চলে। দরিদ্র পরিবারের শিশুরা স্কুলে যাওয়ার বদলে শিশুশ্রমে যোগ দিতে বাধ্য হয়। এদের কল্যাণ ও কুশলের জন্য বিশেষ সেবা প্রবাহ ও সামাজিক নিরাপত্তাবলয় খুবই দরকার।

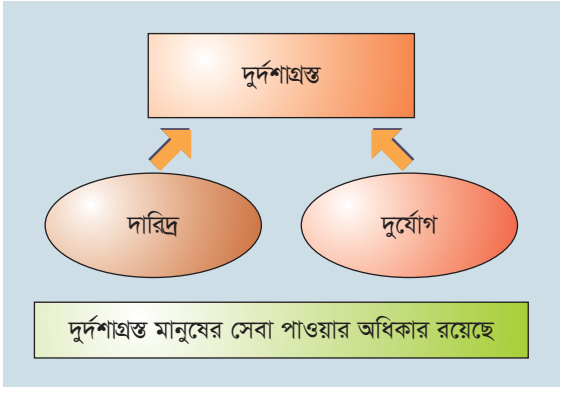

উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজে এই ধারণা বলবত ছিল যে, ব্যক্তি নিজের দোষে ও অলসতার কারণে দরিদ্র হয় এবং সমাজের বোঝা হয় ওঠে। সেকালে, দরিদ্র হওয়া প্রায় অপরাধের সমতুল্য ছিল। বিংশ শতাব্দীতে এসে এই ধারণার পরিবর্তন ঘটে। ক্রমেই সবাই মেনে নিতে থাকে যে, সামগ্রিক আর্থসামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের এক অংশ দরিদ্র হয়ে পড়ে। এক অর্থে এটা উন্নয়ন কার্যক্রমের একটা ব্যর্থতা। তাই দারিদ্রের কারণে দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান নিশ্চিত করার দায়ভার সমাজ তথা রাষ্ট্রের উপরই বর্তায়।

অনুরূপভাবে, দুর্যোগের কারণে সহায় সম্বল হারিয়ে যারা দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাদের আশ্রয়, খাবার, পানি, স্যানিটেশন, চিকিৎসা, শিক্ষা ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব সমাজকেই নিতে হয়। কারণ, প্রচলিত আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ বিপদাপন্নতা সৃষ্টি হয়। আর এই বিপদাপন্নতার জন্য ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙ্গন বা খরার প্রকোপে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয় ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

দারিদ্র কিংবা দুর্যোগ যে কারণেই হোক, সমাজের কোন অংশ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়লে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর সামাজিক সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

১.৪. জনকল্যাণ ও আর্তমানবতার সেবায় স্কাউট ও গার্ল গাইডের করণীয়

জনকল্যাণ ও আর্তমানবতা সহায়তা প্রদান স্কাউট ও গার্ল গাইডের মূল কাজের অন্তর্ভুক্ত। এই সেবা প্রবাহ নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব; আর এটা করতে হয় বিধি মোতাবেক। তাই এই কাজে অংশ নিতে হলে তাদেরকে নিম্নলিখিত বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে-

- নাগরিকের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় কুশল ও সামাজিক সেবাসমূহের ধরণ ও মান কী হতে পারে।
- সেবাসমূহে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রবেশগম্যতা কিভাবে নিশ্চিত করা যায়।
- জনকল্যাণ ও আর্তমানবতার সেবায় স্কাউট বা গার্ল গাইড কোন কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাজে, কিভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।
- স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলে স্কাউট বা গার্ল গাইডের জবাবদিহিতার রূপরেখা কী হতে পারে।

মডিউল ২
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর অংশগ্রহণ

শিখন উদ্দেশ্য

এই মডিউল অধ্যয়নের পরে অংশগ্রহণকারীগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর বিবেচ্য বিষয় ও তাদের সম্ভাব্য কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- দুর্যোগের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কিভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- জনগোষ্ঠীর বিবিধ বিপদাপন্নতায় বৈচিত্র্য অনুযায়ী সাড়াদানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর ঝুঁকিহ্রাসমূলক ও সাড়াপ্রদানমূলক সম্ভাব্য কাজ কী তা বলতে পারবেন।

শিখন অধিবেশন

মডিউল ২ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে-

২.১ : দুর্যোগ - ক্ষতি, বিঘ্ন, দুর্দশা
২.২ : দুর্যোগ মোকাবেলা - ঝুঁকিহ্রাস, সাড়া প্রদান
২.৩ : জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা ও বৈচিত্র্য
২.৪ : জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মানবিক সহায়তার মান
২.৫ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর সম্ভাব্য কাজ

মডিউল ২: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর অংশগ্রহণ

মূল বার্তা

- দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির অন্যতম কারণ হলো জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা;
- দুর্যোগকালে একইসাথে বহুসংখ্যক দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের মানবিক সহায়তা প্রয়োজন হয়;
- মানবিক সহায়তা অবশ্যই দুর্যোগ ঝুঁকি কমাবে; কখনই ঝুঁকি বাড়াবেনা;
- বৈচিত্র্যের কারণে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় সেবার ধরণ ও পরিমাণ ভিন্ন হয়;
- মানবিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা আবশ্যক;
- দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের দুর্দশা লাঘবের জন্য মানবিক সহায়তা প্রদানে স্কাউট ও গার্ল গাইড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

২.১. দুর্যোগের ধারণা

দুর্যোগ হল প্রাকৃতিক বা মানুষের সৃষ্ট আপদের কারণে উদ্ভূত এমন পরিস্থিতি যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জান, মাল, পরিবেশ, প্রাত্যহিক জীবিকা ও মনোজগত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং এই পরিস্থিতি থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্য অন্যের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

মানবসৃষ্ট বা প্রাকৃতিক কোন আপদের কারণে দুর্যোগ ঘটে। এরফলে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষতি হয়, সেবাসমূহে বিঘ্ন ঘটে, নৈমিত্তিক জীবিকা ও সামাজিক কাজকর্ম ব্যহত হয়। তখন আক্রান্ত জনগোষ্ঠী দুর্দশায় পতিত হয় ও বাইরের সাহায্য ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না। বাংলাদেশ একটা দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এর প্রধান আপদগুলোর মধ্যে রয়েছে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙ্গন।

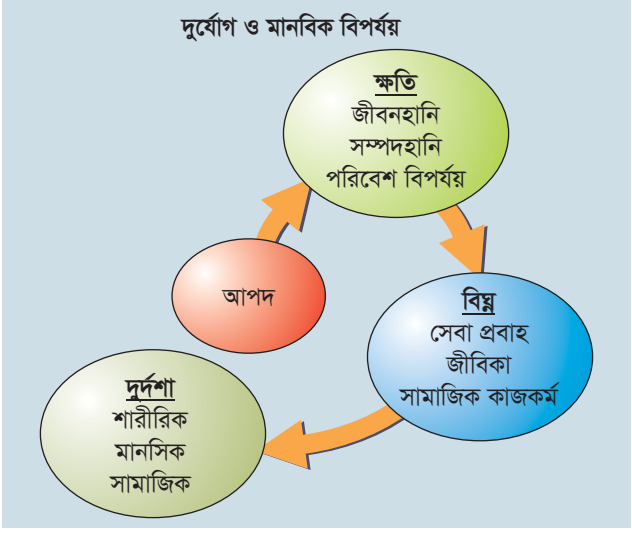

জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষতি

- ***জীবন-*** আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর অনেকেই মারা যেতে বা আহত হতে পারে।
- ***সম্পদ-*** ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রিজকালভার্ট, গরুছাগল, হাঁসমুরগি বা মাঠের ফসল নষ্ট হতে পারে।
- ***পরিবেশ-*** বনভূমির গাছপালা উপড়ে পড়তে পারে, জলাভূমি আবর্জনায় ভরে যেতে পারে বা পানির উৎস লবণাক্ত হয়ে যেতে পারে।

সেবা, জীবিকা ও সামাজিক কাজকর্মে বিঘ্ন

- *সেবা-* পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ বিতরণ, যোগাযোগ, চিকিৎসাকেন্দ্র ও স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
- *জীবিকা-* চাষাবাদ, কলকারখানা ও হাটবাজার অচল হয়ে পড়তে পারে।
- *সামাজিক কাজকর্ম-* বিনোদন, উৎসব, পালাপার্বণ ও সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

জনগোষ্ঠীর দুর্দশা

- *শারীরিক-* জরুরি চাহিদা মেটাতে পারে না; ফলে, ক্ষুধা, পিপাসা, অশুচিতা, অসুস্থতা ও অপুষ্টিতে কষ্ট পায়।
- *মানসিক-* জীবনযাত্রার আকস্মিক পরিবর্তনে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে; ফলে, শোক, সংশয়, উদ্বেগ, হতাশা ও বিষন্নতায় ভোগে।

  সামাজিক- সম্পদহানি ও আশ্রয়হীনতার কারণে ত্রাণ নির্ভরতা, নিরাপত্তাহীনতা ও মর্যাদাহীন কাজে অংশগ্রহণ স্বীকার করে নিতে হয়।

২.২. দুর্যোগ মোকাবেলা

দুর্যোগ মোকাবেলা হলো নীতিমালা, কর্মকৌশল ও খাপখাইয়ে নেওয়ার সামর্থ্যের মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষতি কমানোর জন্য প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, সংগঠন ও কার্য-সম্পাদন দক্ষতা প্রয়োগের প্রক্রিয়া।

দুর্যোগ মোকাবেলা হলো ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা - এর মূলে রয়েছে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ক্ষতি পূরণ। স্বাভাবিক সময়ে উন্নয়ন কাজের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন এমনভাবে করতে হয় যাতে এগুলো দুর্যোগের ঝুঁকি কমায়। এর মানে হল, উন্নয়ন কার্যক্রমের ধরণ এমন হবে যে, আপদকালে এগুলো সচল থাকবে, বাড়তি কোন ঝুঁকি সৃষ্টি করবে না বরং আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগের ক্ষতি ও বিঘ্ন কমাতে সাহায্য করে।

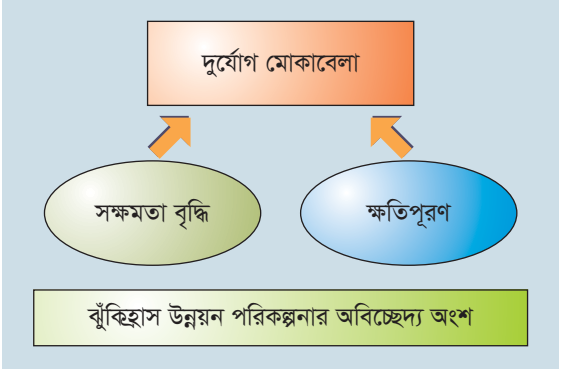

দুর্যোগের সূচনাতেই সাড়াদান অপরিহার্য হয়ে পড়ে। প্রধানত জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য এই সহায়তা দরকার হয়। এই জরুরি সাড়ার মধ্যে রয়েছে সতর্কীকরণ, স্থানান্তর, সন্ধান ও উদ্ধার এবং জরুরি চিকিৎসাসেবা, সাময়িক আশ্রয় ও জরুরি খাদ্য সহায়তা। এরসাথে দরকার হয় আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানো ও তাদের দুর্দশা লাঘবের জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রম। এর মাধ্যমে ভুক্তভোগী পরিবার ও ব্যক্তিকে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক দুর্দশা মোচনের জন্য সরাসরি খাবার, পানি, স্যানিটেশন, আশ্রয়, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা, নিরাপত্তা ও মনো-সামাজিক সেবা দেওয়া হয়। পাশাপাশি পুনর্বাসনের কাজ শুরু করতে হয়। এর লক্ষ্য হলো জীবিকা ও সেবাসমূহ আবার সচল করা। এরপর শুরু হয় উন্নয়ন কার্যক্রম। এর উদ্দেশ্য হলো

পরিবেশ ও সম্পদের দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করা ও দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা বাড়ানো। স্বাভাবিক সময়ে উন্নয়ন কার্যক্রম চলাকালে জরুরি সাড়াদানে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো করে নিতে হয়।

দুর্যোগের একটি বৈশিষ্ট্য হলো একইসাথে বহুসংখ্যক মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দুর্যোগে এই দুর্দশার কারণ হলো জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ বিপদপন্নতা।

বিপদাপন্নতা হলো কোন জনগোষ্ঠীর বা তার কোনো অংশের (ব্যক্তি বা পরিবার) এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট আপদ দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা এবং ঐ আপদ সংঘটনের ফলে আক্রান্ত সমাজ ও ব্যক্তির জীবন যাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাব্য মাত্রা।

২.৩. জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা ও জরুরি সাড়াদানে বৈচিত্র্য

জনগোষ্ঠীর সকলেই সমানভাবে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যেসব বিষয় দুর্যোগ বিপদাপন্নতার মাত্রা নির্ধারণ করে তার মধ্যে রয়েছে-

- ***পরিবেশ ও অবস্থানগত-*** যারা আপদ প্রবণ এলাকায় বাস করে তারা বেশি মাত্রায় দুর্যোগের মুখোমুখি হয় ও বেশি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নদীরতীরে যারা বাস করে তারা নদীভাঙ্গনের শিকার হয় বা উপকূল অঞ্চলের জনগোষ্ঠী ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়। নিচু এলাকায় যারা বাস করে বা যাদের বসতভিটাউঁচু নয় তাদের ঘরবাড়ি বন্যার সময় ডুবে যায়।
- ***ভৌতকাঠামো ও স্থাপনা-*** আপদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে নির্ভর করে পরিবারগুলোর ঘরবাড়ির কাঠামোর উপর। বসতভিটা উঁচু হলে তা বন্যার পানিতে সহজে ডোবে না। মজবুত বাড়িঘর ঝড়-ঝঞ্ঝায় টিকে থাকে। শক্ত বাঁধ বন্যা থেকে রক্ষা করে; টেকসই রাস্তা থাকলে সহজেই আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়া যায়।
- ***আর্থসামাজিকঅবস্থা-*** জনগোষ্ঠীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত অংশ সাধারণত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বাস করতে বাধ্য হয় ও সম্পদের স্বল্পতার কারণে মজবুত বা আপদ সহিষ্ণু বাড়িঘর বানাতে পারে না। ফলে তারা বেশি মাত্রায় বিপদাপন্ন হয়। তার উপর, তাদের জীবিকার উপায়সমূহ দুর্বল বা অনিশ্চিত হলে (যেমন- দিনমজুরি) পরিবারগুলোর বিপদাপন্নতা বেড়ে যায়।
- **জ্ঞান, সচেতনতা ও দক্ষতা-** আপদের ঝুঁকি ও করণীয় সম্পর্কে যাদের জ্ঞান আছে তারা বিপদের শুরুতেই বিপদ এড়ানোর চেষ্টা করে, সচেতন ব্যক্তি বা পরিবার দুর্যোগ মোকাবেলা পরিকল্পনা করতে পারে ও পূর্বপ্রস্তুতি নিতে পারে।এদের বিপদাপন্নতা কম। সবল শরীর ও জীবনমুখি দক্ষতা, যেমন- সাঁতার কাটা, মানুষকে আপদের হাত থেকে বাঁচতে সাহায্য করে।

বৈচিত্র্য: সমাজে জাতি, গোত্র, বর্ণ, শ্রেণী, লিঙ্গ, বয়স, শারীরিক ক্ষমতা, আর্থসামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস বা মতাদর্শ ভেদে বিভিন্ন ধরণের মানুষ রয়েছে। জরুরি সাড়াদানে বৈচিত্র্যের অর্থ হল এই পার্থক্য অনুধাবন করা এবং সকলের সহায়তা পাওয়ার অধিকারের অভিন্নতা স্বীকৃতি দেওয়া ও কারো প্রতি বঞ্চনা না করা।

দুর্যোগ আক্রান্ত গোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণীর ক্ষতি, দুর্দশা ও চাহিদা ভিন্ন হতে পার। তাই, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও সাড়াদানে বৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে হয়। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে-

নারী - প্রথাগতভাবে সমাজে নারীর অবস্থান পুরুষের থেকে ভিন্ন। সাধারণত নারীকে পুরুষের অধস্তন মনে করা হয় এবং তার চলাফেরার উপরে অনেক ধরণের বিধিনিষেধ থাকে। তাছাড়া, নারীর বিশেষ কিছু চাহিদা রয়েছে, যেমন- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও যৌন হয়রানি থেকে সুরক্ষা। ঝুঁকিহ্রাস ও সাড়াদানে এসব বিষয় বিবেচনা করা দরকার। তা না হলে এরা বঞ্চনার শিকার হতে পারে।

শিশু - শারীরিক ও সামাজিকভাবে শিশুরা বয়স্কদের তুলনায় দুর্বল। মৌলিক চাহিদা পূরণ করার জন্য এরা বড়দের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া, স্বাভাবিক বিকাশের জন্য তাদের বিশেষ কিছু চাহিদা রয়েছে, যেমন- শিক্ষা ও বিনোদন। ঝুঁকিহ্রাস ও সাড়াদানে শিশুর চাহিদার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া জরুরি।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি - এদের শারীরিক, ইন্দ্রিয় বা আবেগজনিত সীমাবদ্ধতা থাকে। সাধারণত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সমাজের বোঝা মনে করা হয়। এরা সমাজে ও পরিবারে অবহেলার শিকার হয়। প্রতিবন্ধীদের বিশেষ কিছু চাহিদা থাকে এবং এদেরও সহায়তা পাওয়ার ও মর্যাদার সাথে বাঁচার অধিকার আছে। ঝুঁকিহ্রাস ও সাড়াদান এমনভাবে করা উচিৎ যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বাদ না পড়ে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় - সমাজের বৃহত্তর গোষ্ঠীর সাথে সংখ্যালঘুদের প্রথা ও সামাজিক আচরণে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে। কোন কোন সমাজে এরা প্রান্তিক অবস্থানে বাস করে।এই কারণে, ঝুঁকিহ্রাস ও সাড়াদান কার্যক্রমে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সদস্যরা বাদ পড়ে যেতে পারে।

২.৪. জনগোষ্ঠীর অধিকার ও মানবিক সহায়তার মান

দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকা, মানবিক সহায়তা পাওয়া এবং সুরক্ষা ও নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে। এই অধিকারের ভিত্তি হলো আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে মানবিকতার মূলনীতি। এর মূল কথা হলো বিপদাপন্ন অবস্থায় বাঁচার জন্য যা কিছু দরকার, অধিকার হিসাবে দুর্যোগপীড়িত ব্যক্তির তা প্রাপ্য। ভুক্তভোগী মানুষের দুর্দশা লাঘব ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাত্রার জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করা মানবিক সংগঠনগুলোর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের দুর্দশা লাঘবের জন্য তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানো আবশ্যক। এরমধ্যে রয়েছে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা; খাদ্য ও পুষ্টি; আশ্রয় ও আবাসন এবং স্বাস্থ্যসেবা। এই সেবা ও সামগ্রী প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মান বজায় রাখা জরুরি। মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকা নিশ্চিত করার জন্য যে গুণ সম্পন্ন ও পরিমাণগত সেবা ও সামগ্রী দরকার হয় তার উপর নির্ভর করে এই ন্যূনতম মান নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিপদাপন্ন অবস্থায় বাঁচার জন্য যা কিছু দরকার, অধিকার হিসাবে দুর্যোগপীড়িত ব্যক্তির তা প্রাপ্য।

আন্তর্জাতিক মানবিক সংগঠনগুলো মানসম্মত সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার হিসাবে এই ন্যূনতম মানগুলো নির্ধারণ করেছে। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে খাতওয়ারি সূচকের ভিত্তিতে কয়েকটি খাতে এই ন্যূনতম মানগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। খাতগুলোর মধ্যে আছে, ক) পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধিচর্চা; খ) খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি; গ) আশ্রয়, আবাসন ও খাদ্য ছাড়া অন্যান্য সামগ্রী; এবং ঘ) স্বাস্থ্যসেবা। এছাড়াও, সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য সার্বজনীন ন্যূনতম মান এবং দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের সুরক্ষার জন্য নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই মানগুলো সার্বজনীন ও যে কোন পরিস্থিতিতে প্রয়োগযোগ্য।

ন্যূনতম মান হলো মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ও গুণ সম্পন্ন সেবা ও সামগ্রী।

২.৫. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গালর্স গাইডের সম্ভাব্য কাজ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড ঝুঁকিহ্রাস ও সাড়াদান উভয় ধরণের কাজে অংশ নিতে পারে। তাদের

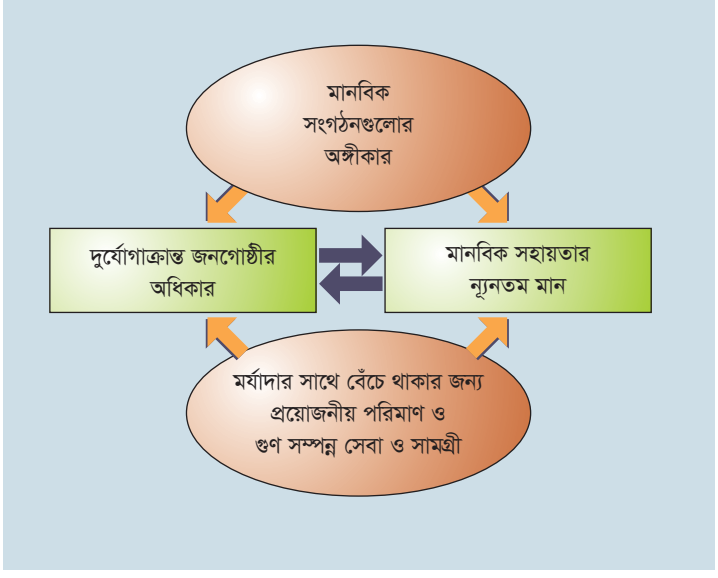

ঝুঁকিহ্রাসমূলক কাজের মধ্যে রয়েছে-

- ***জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নির্ধারণ-*** জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতার ধরণ ও সম্ভাব্য আপদ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া, জনগোষ্ঠীর জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের উপর আপদের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে জানা এবং এ বিষয়ে জনগোষ্ঠীকে জানানোর জন্য স্কাউট ও গার্ল গাইড সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণে অংশগ্রহণ করতে পারে।

- ***গণসচেতনতা বৃদ্ধি-*** দুর্যোগ ঝুঁকির ধরণ, দুর্যোগের প্রভাব ও ঝুঁকি নিরসনে জনগোষ্ঠীর করণীয় সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে সুনির্দিষ্টভাবে জানানোর জন্য জনশিক্ষামূলক কাজে অংশ নিতে পারে।

স্কাউট ও গার্ল গাইড সাড়াদান কাজে জড়িত বিভিন্ন সংস্থাকে সহায়তা করতে পারে; এর মধ্যে রয়েছে-

- ***সতর্কবার্তা প্রচার-*** সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সহায়তা করা বা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাথে কাজ করা।
- ***আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা-*** আশ্রয়কেন্দ্রের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা; নারী এবং শিশুর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজে আশ্রয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা।
- ***চাহিদা নিরূপণ-*** তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহে চাহিদা নিরূপণকারী দলকে সহায়তা করা।
- **মানবিক সহায়তা দান-** মানবিক সহায়তা সম্পর্কিত বিবিধ তথ্য জনগোষ্ঠীকে জানানো এবং বিতরণকেন্দ্রে নারী ও শিশুর সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজে সহায়তা করা।

মডিউল ৩
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইড এর জবাবদিহিতা

শিখন উদ্দেশ্য

এই মডিউল অধ্যয়নের পরে অংশগ্রহণকারীগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে স্কাউট ও গার্ল গাইডের জবাবদিহিতা, জবাবদিহিতার বিবেচ্য বিষয় ও জবাবদিহিতা বিষয়ে তাদের সম্ভাব্য কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে স্কাউট ও গার্ল গাইড এর জবাবদিহিতা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও মতামত আমলে নেওয়ার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে জবাবদিহিতা বিষয়ে স্কাউট ও গার্ল গাইড এর করণীয় কী তা বলতে পারবেন।

শিখন অধিবেশন

মডিউল ৩ এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে-

৩.১ : জবাবদিহিতা
৩.২ : স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা
৩.৩ : জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও মতামত আমলে নেওয়া
২.৪ : জবাবদিহিতা বিষয়ে স্কাউট ও গার্ল গাইড এর করণীয়

মডিউল ৩: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্কাউট ও গার্ল গাইডের জবাবদিহিতা

মূল বার্তা

- জবাবদিহিতা হলো দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করা; এর মূল বিষয় হলো সকলকে কার্যক্রম ও এর অগ্রগতি সম্পর্কে জানানো, সকলের মতামত নেওয়া এবং অভিযোগ গ্রহণ ও তার নিষ্পত্তি করা;
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও সাড়াদানে স্কাউট ও গার্ল গাইড এর স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজগুলো স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে পরিচালনা করা আবশ্যক;
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও সাড়াদানে স্কাউট ও গার্ল গাইড এর স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের মান সম্পর্কে সেবাগ্রহণকারীদের মতামত আমলে নেওয়া বিশেষ জরুরি;
- স্কাউট ও গার্ল গাইড এর করণীয় হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তাদের কাজের পরিকল্পনা, পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে জানানো এবং এই বিষয়ে ভুক্তভোগীর মতামত ও অভিযোগ গ্রহণ।

৩.১. জবাবদিহিতা

জবাবদিহিতা হলো দায়িত্বশীলতার সাথে ক্ষমতা ব্যবহার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা। স্কাউট ও গার্ল গাইডের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কাজে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। জবাবদিহিতা দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করে। জবাবদিতার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্ভব হয়। স্কাউট ও গার্ল গাইডের দুর্যোগ সংক্রান্ত কাজের জবাবদিহিতার মূল বিষয় হল ঝুঁকিহ্রাস বা সাড়াদানে যে কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে তার পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জনগোষ্ঠী ও উপকারভোগীকে জানানো, তাদের মতামত নেওয়া এবং এই মতামত আমলে নেওয়া। জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হলে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও সাড়াদানে স্কাউট ও গার্ল গাইডের স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজগুলো স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে পরিচালনা করা আবশ্যক।

স্কাউট ও গার্ল গাইডের জবাবদিহিতা কাঠামো

জনগোষ্ঠীকে জানানো	**স্কাউট ও গার্ল গাইড ঝুঁকিহ্রাস বা সাড়াদান কার্যক্রমে অংশ নিলে** • কি কি কাজ করবে সে সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে জানানো; • কাজের সম্ভাব্য ফলাফল কি হবে ও কারা সুফল পাবে তা জানানো ; • কিভাবে কাজটি করা হবে ও কাজের অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে তা জানানো;
মতামত নেওয়া	**ঝুঁকিহ্রাস বা সাড়াদানে গৃহীত কার্যক্রমের** • পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে মতামত নেওয়া; • ফলাফল ও উপকারভোগী সম্পর্কে মতামত নেওয়া; • বাস্তবায়ন ও কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে মতামত নেওয়া;
মতামত আমলে নেওয়া	**ঝুঁকিহ্রাস বা সাড়াদান কার্যক্রম সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে গৃহীত মতামতের ভিত্তিতে** • কার্যক্রমের পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনা; • উপকারভোগী নির্ধারণে পরিবর্তন আনা; • বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা; • যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছে বা যেসব বিষয়ে মতামত কাজে লাগানো যায়নি তার কারণ জানানো।

৩.২. স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা

স্বচ্ছতা হল পরিকল্পিত কাজগুলো এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাতে জনগোষ্ঠীর সবাই কাজের ধরণ ও ফলাফল সম্পর্কে সঠিক ধারণা পায়। এমনভাবে তথ্য দিতে হবে যাতে জনগোষ্ঠীর সবাই তা পায় এবং বুঝতে পারে। প্রচারিত তথ্যগুলো সঠিক হতে হবে এবং সময়মত তা জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে হবে। আর দায়িত্বশীলতা হল সততার সাথে প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করা। যে কাজগুলো যে ভাবে করা হবে বলে জানানো হয়েছিল সেই কাজগুলো ঠিক সেইভাবে করা। কারণবশত কাজের পরিকল্পনায় যদি কোন পরিবর্তন আনতে হয় তা হলে তা সাথে সাথেই সবাইকে জানানো দরকার।

স্বচ্ছতা
- কাজের ধরণ ও ফলাফল সম্পর্কে সঠিক ধারণা
- কাজ সম্পর্কিত তথ্য সকলের নাগালে রাখা

দায়িত্বশীলতা
- সততার সাথে প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করা
- প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম হলে সবাইকে জানানো

স্কাউট ও গার্ল গাইডের দুর্যোগ সংক্রান্ত কাজে স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা থাকা জরুরি। এর মানে হল তারা কোন কোন কাজ করবে আর কিভাবে এই কাজগুলো করা হবে এবং এতে কারা কী ধরণের উপকার পাবে সে সব বিষয়ে জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে, সম্ভাব্য উপকারভোগীদের আগে থেকেই জানানো। এসব তথ্য প্রচারে সহজ, সাধারণ ও স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করতে হবে আর প্রয়োজনীয় সব তথ্য সময়মত জনগোষ্ঠীর সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এরজন্য স্কাউট ও গার্ল গাইড এক বা একাধিক কৌশল ব্যবহার করতে পারে।

৩.৩. জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও মতামত আমলে নেওয়া

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও সাড়াদান কাজের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। জনগোষ্ঠীর এই অংশগ্রহণের অর্থ হল কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর মতামতের প্রতিফলন থাকা। এই অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রদেয় সেবাসমূহের কার্যকারিতা বাড়ে ও তা জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরিকল্পনা তৈরি ও তা বাস্তবায়ন করার সময় জনগোষ্ঠীর কাছে যেতে হবে, তাদের সাথে আলোচনা করতে হবে ও কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের মতামত শুনতে হবে। এই প্রসঙ্গে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জনগোষ্ঠীর মতামত বিশ্লেষণ করা ও তা কর্মসূচীর পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নে কাজে লাগানো।

জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
- জনগোষ্ঠীর কাছে যাওয়া
- জনগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা করা
- জনগোষ্ঠীর মতামত নেওয়া
- জনগোষ্ঠীর মতামত বিশ্লেষণ করা
- জনগোষ্ঠীর মতামত কাজে লাগানো

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও সাড়াদানে স্কাউট ও গার্ল গাইড এর স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের মান সম্পর্কে সেবাগ্রহণকারীদের মতামত আমলে নেওয়া বিশেষ জরুরি। বাস্তবক্ষেত্রে স্কাউট ও গার্ল গাইড এর সদস্যরা অন্য কোন সংস্থার দ্বারা পরিচালিত কোন কার্যক্রমে অংশ নিয়ে থাকে। ফলে এইসব কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর মতামত নেওয়ার সুযোগ সবসময় স্কাউট বা গার্ল গাইডের থাকে না। স্কাউট ও গার্ল গাইডরা কার্যক্রমের যে পর্যায়ে জড়িত শুধুমাত্র সেই পর্যায়ের কাজের ধরণ, মান, প্রক্রিয়া ও অগ্রগতি সম্পর্কে জনগোষ্ঠী ও উপকারভোগীর মতামত নেবে। এই মতামত তারা বিশ্লেষণ করে যতদূর সম্ভব কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে।

৩.৪. জবাবদিহিতা প্রয়োগে স্কাউট ও গার্ল গাইডের করণীয়

স্কাউট ও গার্ল গাইড এর করণীয় হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তাদের কাজের পরিকল্পনা, পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে জানানো এবং এই বিষয়ে ভুক্তভোগীর মতামত ও অভিযোগ গ্রহণ করা। এই প্রসঙ্গে স্কাউট ও গার্ল গাইড নিজেদের কাজের পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো নির্ধারণ করতে পারে।

- *স্কাউট বা গার্ল গাইডের দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত কাজ সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে জানানোর জন্য পরিকল্পনা করা-* কোন কোন বিষয়ে জানানো হবে, কাদের জানানো হবে, এবং কখন ও কিভাবে জানানো হবে এসব বিষয় নির্ধারণ করা।
- *স্কাউট বা গার্ল গাইডের দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত কাজ সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে মতামত গ্রহণের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা-* কোন কোন বিষয়ে জানতে হবে, কার কার কাছ থেকে জানতে হবে, জানার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া কী হবে ও প্রাপ্ত তথ্য কিভাবে কাজে লাগানো হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া।
- *স্কাউট বা গার্ল গাইডের দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত কাজ সম্পর্কে জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে পাওয়া মতামত আমলে নেওয়ার ব্যবস্থা করা-* কিভাবে জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে পাওয়া মতামত বিশ্লেষণ করা হবে ও কিভাবে তা কাজে লাগানো হবে এবং যেসব বিষয়ে মতামত কাজে লাগানো যায়নি তার কারণসমূহ জনগোষ্ঠীকে কিভাবে জানানো হবে তার জন্য প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিসমূহ নির্ধারণ করা।

সেকশন ৩

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১
প্রসার কার্যক্রম

সম্প্রতি বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তারপরও দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ ভাগ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী ৪০ ভাগের বেশি শিশু চরম পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। খাদ্য নিরাপত্তার মূল বিষয় হলো খাদ্যের সহজলভ্যতা, পাওয়ার সুযোগ ও যথাযোগ্য ব্যবহার; যা স্বাস্থ্যসেবা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সুশাসনের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থার কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন ও ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব এসব কিছুকে আরো প্রকট করে তুলছে। *প্রসার* খুলনা বিভাগের উপকূলবর্তী এলাকার সবচাইতে দরিদ্র ও অপুষ্টি আক্রান্ত প্রান্তিক পরিবারগুলোকে

কর্মসূচি: প্রোগ্রাম ফর স্ট্রেনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাকসেস টু রিসোর্সেস (প্রসার)

লক্ষ্য: খুলনা বিভাগের বিপদাপন্ন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা হ্রাস করা

কর্ম এলাকা: নড়াইল, বাগেরহাট ও খুলনা জেলার লোহাগড়া, শরণখোলা ও বটিয়াঘাটা উপজেলার ২৩টি ইউনিয়ন

কর্মসূচির মেয়াদ: জুন ২০১০ - মে ২০১৫

আর্থিক সহায়তায়: ইউনাইটেড স্টেট এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অংশীদার সংগঠন: এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল/ভলান্টিয়ার্স ইন ওভারসিস কো-অপারেটিভ এ্যাসিসটেন্স (এসিডিআই/ভোকা), বাংলাদেশ

বাস্তবায়ন অংশীদার: প্রজেক্ট কনসার্ন ইন্টারন্যাশনাল (পিসিআই), বাংলাদেশ

স্থানীয় অংশীদার সংস্থা: কোডেক, মুসলিম এইড ও সুশীলন

যোগাযোগ

ঢাকা অফিস: বাড়ি # ৩০, সড়ক # ১৯/এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩

খুলনা অফিস: বাড়ি # ৪১১, সড়ক # ৪, ফেস-২, সোনাডাঙ্গা আ/এ, খুলনা-৯১০০

ফোন: +৮৮ ০২ ৮৮৩৬৮০১, ০৪১-৭২৪৩৮৭

বিবেচনা করে কার্যক্রম নির্ধারণ করেছে। *প্রসার* কর্মসূচি জাতীয় পর্যায়ে গঠিত নীতিনির্ধারণী কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট আরো কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা হ্রাসের লক্ষ্যে তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রসার একটি সমন্বিত ধারায় সাধারণ জনগণের ক্ষমতায়নে কাজ করছে। *প্রসার* কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমগুলো হচ্ছে-

১. দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারসমূহের আয় ও খাদ্য পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি: ভ্যালু-চেইনের গভীরতম বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার দেখানো। উপকারভোগী ও সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক তৈরি এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক লাভজনক বাজারের সাথে যুক্ত করার মাধ্যমে কৃষিজ ও অকৃষিজ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২. গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মা এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের (দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে) স্বাস্থ্যের উন্নতি: বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা অবস্থার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে এমন স্বাস্থ্য ও পুষ্টির বাধাসমূহ দূর করতে অপুষ্টি প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্যসেবাসমূহের কার্যকারিতা উন্নয়নে জোর দেয়া। এজন্যে 'দুই বছরের কম বয়সী শিশুর অপুষ্টি প্রতিরোধ পন্থা' অনুসরণ এবং পুষ্টির মাত্রা উন্নয়নে খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে।

৩. দুর্যোগ মোকাবিলায় পরিবার ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকরভাবে প্রস্তুত: দুর্যোগ ঝুঁকি কমানো এবং জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় স্থানীয় সক্ষমতাকে আরো জোরদার করা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টা ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগগুলোকে সহায়তার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংগঠনের মধ্যে সম্পর্ক শক্তিশালী করা হচ্ছে।

এসবের পাশাপাশি প্রসার একটি পদ্ধতিও তৈরি করবে যা দিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা এবং এই কর্মসূচির সকল অর্জিত উন্নয়নের ঝুঁকি শনাক্ত করা যাবে। একই সাথে পদ্ধতিটি শনাক্তকৃত ঝুঁকিসমূহ মোকাবিলা করে টেকসই উন্নয়নে সাহায্য করবে।

পরিশিষ্ট ২
সফল স্কাউট এর গল্প

নিল আর্মস্ট্রং
চাঁদে অবতরণকারী প্রথম মানব

প্রাক্তন স্কাউট মার্কিন নভোচারী ও বৈমানিক নিল আর্মস্ট্রং ১৯৩০ সালের ৫ আগষ্ট জন্মগ্রহন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইওর স্টেফান কনিগ আর্মস্ট্রং ও ভায়োলা লুইসা দম্পতির প্রথম সন্তান নিল আর্মস্ট্রং। তিনি বংশানুক্রমিকভাবে একজন স্কটিশ ও জার্মান।

তাঁর প্রথম মহাকাশ অভিযান হয় ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে, জেমিনি ৮ নভোযানের চালক হিসাবে। এই অভিযানে তিনি ও ডেভিড স্কট মিলে সর্ব প্রথম দুইটি ভিন্ন নভোযানকে মহাকাশে একত্রে যুক্ত করেন। তাঁর দ্বিতীয় মহাকাশ মিশন ছিল এপোলো-১১ এর মিশন। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে এডউইন অলড্রিনকে সঙ্গে নিয়ে নিল আর্মস্ট্রং চাঁদের মাটিতে অবতরণ করেন এবং প্রায় আড়াই ঘন্টা সেখানে অবস্থান করেন। তিনি চাঁদে অবতরণকারী প্রথম মানুষ হিসাবে পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

২০১২ সালের ২৫ আগস্ট নিল আর্মস্ট্রং ওহাইও এর সিনসিনাটিতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

মোঃ আব্দুল হামিদ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি

মো: আবদুল হামিদ ১৯৪৪ সালের ০১ জানুয়ারী কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার কামালপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কিশোরগঞ্জের নিকলী জি.সি. হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল কলেজ থেকে আইএ ও বিএ ডিগ্রি এবং ঢাকার সেন্ট্রাল ল' কলেজ থেকে এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর তিনি আইন পেশায় নিয়োজিত হন। তিনি ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন।

মোঃ আবদুল হামিদ রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয় ১৯৫৯ সালে। তিনি সপ্তম জাতীয় সংসদে ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন এবং ১৩ জুলাই, ১৯৯৬ থেকে ১০ জুলাই, ২০০১ পর্যন্ত এ পদে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি স্পীকার নির্বাচিত হন এবং ১২ জুলাই, ২০০১ থেকে ২৮ অক্টোবর, ২০০১ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। অষ্টম জাতীয় সংসদে তিনি ২০০১ সালের ০১ নভেম্বর থেকে বিরোধী দলীয় উপনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। নবম জাতীয় সংসদে তিনি স্পীকার নির্বাচিত হন এবং সফলভাবে এ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ২০১৩ সালের ১৪ মার্চ বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ২০১৩ সালের ২২ এপ্রিল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ২০তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

ছাত্রজীবনে মো: আব্দুল হামিদ একজন সফল স্কাউট ছিলেন।

হিলারি ক্লিনটন
প্রভাবশালী মার্কিন রাজনীতিবিদ

বিশ্বের প্রভাবশালী রাজনীতিকদের একজন হিলারি রডহ্যাম ক্লিনটন ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আইন বিষয়ে পড়াশুনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিক্ষাজীবন শেষে ১৯৭৯ সালে মার্কিন রোজ ল ফার্মে প্রথম নারী আইনজীবী হিসেবে যোগ দিয়ে সেবছরই স্থান করে নেন টাইমস পত্রিকার পাতায়। ১৯৯৩ সালে বিল ক্লিন্টন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হলে হিলারি মার্কিন ফার্স্ট লেডি হিসেবে প্রবেশ করেন হোয়াইট হাউসে। এসময়ই তিনি বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

হিলারীর রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয় ১৯৬৮ সালে ডেমোক্রেটিক পার্টিতে যোগ দেয়ার মধ্য দিয়ে। ৩ জানুয়ারী ২০০১ থেকে ২১ জানুয়ারী ২০০৯ সাল পর্যন্ত নিউইয়র্কের সিনেটরের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৯ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলের পক্ষে মনোনয়ন চেয়ে মাঠে নামেন। তবে রাজনৈতিক সমঝোতায় নিজের প্রার্থীতা বাতিল করে প্রতিদ্বন্দ্বী বারাক ওবামার পক্ষেই প্রচারণা চালাতে থাকেন। নির্বাচনের পর ওবামা সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান হিলারি। ২০১৩ সাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন।

ছাত্রজীবনে হিলারী ছিলেন একজন সফল গার্ল গাইড।

পরিশিষ্ট ৩
বাংলাদেশে স্কাউট ও গার্ল গাইডের ইতিহাস

স্কাউট

বাংলাদেশ স্কাউটস বাংলাদেশের জাতীয় স্কাউটিং সংস্থা। ১৯৭২ সালের ৮-৯ এপ্রিল সারাদেশের স্কাউট নেতৃবৃন্দ ঢাকায় এক সভায় মিলিত হয়ে গঠন করেন বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি। ঐ বছরের ৯ সেপ্টেম্বর উক্ত সমিতি সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে এবং বিশ্ব স্কাউট সংস্থা ১৯৭৪ সালের ১ জুন বাংলাদেশ স্কাউট সমিতিকে ১০৫ তম সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। মেয়েদের সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে জাতীয় কাউন্সিল ১৯৯৪ সালের ২৪ মার্চ একাদশ সভায় বিশ্ব স্কাউট সংস্থার অনুমোদনক্রমে গার্ল-ইন-স্কাউটিং চালু করে বাংলাদেশে।

বাংলাদেশ স্কাউটস কার্যক্রম শুরু করেছিলো মাত্র ৫৬,৩২৫ জন সদস্য নিয়ে। ১৯৭৮ সালে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এরপর বাংলাদেশ স্কাউটস ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালে গ্রহণ করে স্ট্রাটেজিক প্ল্যান-২০১৩। এ প্ল্যানে স্কাউটদের শুধু সংখ্যাবৃদ্ধিই নয়, গুণগত মান অর্জনেরও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়। বর্তমানে ভলান্টিয়ার লিডার ও স্কাউটারবৃন্দ সমন্বিতভাবে ২০১৩ সালের মধ্যে ১৫ লক্ষ স্কাউট তৈরির চেষ্টা করছেন।

বাংলাদেশ স্কাউট আন্দোলন প্রধানত তিনটি শাখায় বিভক্ত। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬ থেকে ১০+ বয়সী শিশুদের ক্লাব স্কাউট, স্কুল ও মাদ্রাসার ১১ থেকে ১৬+ বয়সী বালক-বালিকাদের স্কাউট এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭-২৫ বছর বয়সী যুবক যুবতীদের রোভার স্কাউট বলে। তবে রেলওয়ে, নৌ এবং এয়ার অঞ্চলের চাকরীজীবিদের ৩০ বছর পর্যন্ত বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে মুক্তদল। উৎসাহী বয়স্করা বিভিন্ন ট্রেনিং নিয়ে ইউনিট লিডার বা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকমন্ডলী বাংলাদেশ স্কউটের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট রয়েছেন।

স্কাউটিং-এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিশু, কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক গুণাবলী উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরকে পরিবার, সমাজ, দেশ তথা বিশ্বের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। স্কাউটদের মটো বা মুলমন্ত্র হচ্ছে: ক্লাব- যথাসাধ্য চেষ্টা করা; স্কউট- সদা প্রস্তুত; এবং রোভার- সেবাদান। স্কাউট কার্যক্রমে রয়েছে: সাপ্তাহিক ক্লাস, ক্যাম্প ও হাইকিং, কমডেকা এবং বড় সমাবেশ যথা ক্যাম্পুরি (কাবদের), জাম্বুরি (স্কাউটদের) ও মুট (রোভারদের) আয়োজন করা হয়ে থাকে জাতীয় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে (আন্তর্জাতিকভাবে) বিশ্ব স্কাউট সংস্থা করে থাকে।

গার্ল গাইড

গার্ল গাইড শিক্ষা ও সমাজসেবামূলক একটি আন্তর্জাতিক যুব আন্দোলন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মেয়েরা এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারে। বাংলাদেশ গার্লস গাইড অ্যাসোসিয়েশন একটি জাতীয় সংস্থা হিসাবে ১৯৭২ সালে জাতীয় সংসদের অনুমোদন লাভ করে। ১৯৭৩ সালে এ অ্যাসোসিয়েশন মেয়েদের শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানরূপে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং ওই বছরই এ সংগঠন ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন এর সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশে ৭টি অঞ্চলের মাধ্যমে গার্ল গাইড কর্মসূচি পরিচালিত হয়। অঞ্চলগুলো হলো ঢাকা শহর, ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেট। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিটি জেলায় গার্ল গাইডিং আছে।

গার্ল গাইড ৬ থেকে ৩০ বছর বয়সী বালিকা, কিশোরী ও তরুণীর জন্য এমন একটি সার্বজনীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে যেকোন পরিস্থিতির মোকাবেলা ও পরিবর্তনশীল বিশ্বের উপযোগী নাগরিক হতে শিক্ষা দেয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্পূরক শিক্ষা হিসেবে গার্ল গাইড শিক্ষা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো গণতন্ত্র, মানবাধিকার, আন্তর্জাতিকতা ও প্রতিযোগিতা। মেয়েদের বয়সের ভিত্তিতে গার্ল গাইডের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ৪টি শাখায় বিন্যাস করা হয়েছে: ১. হলুদ পাখি (৬-১০ বছর), এর মূলমন্ত্র সাহায্য কারা; ২. গার্ল গাইড (১০-১৬), এর মূলমন্ত্র সদা প্রস্তুত থাকা; ৩. রেঞ্জার (১৬-২৪), এর মূলমন্ত্র সমাজসেবা; ৪. যুবনেত্রী গাইড (২৪-৩০), এর মূলমন্ত্র সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভালবাসা এবং ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসরণ। একজন দীক্ষিত গাইড সারা জীবনই গাইড, যার ব্রত প্রতিদিন অন্তত একটি ভাল কাজ করা। এ ভাল কাজের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ গার্লস গাইড অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা সমাজ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, প্রবীণসেবা, আয়বর্ধন কর্মসূচি গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজ ও সমষ্টির উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ স্কাউট ও গার্ল গাইড

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় রয়েছে স্কাউট ও গার্ল গাইডের সক্রিয় অংশগ্রহণ। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য প্রদত্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে তারা নিয়মিত অংশ নিয়ে থাকে। এছাড়াও মানবিক বিপর্যয়কালে বাংলাদেশ স্কাউট ও গার্ল গাইড এর সদস্যরা আর্তমানবতার সেবায় সবসময় এগিয়ে আসে; যেমন- সাভারে ভবনধ্বসের (রানা প্লাজা) কারণে সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়।

পরিশিষ্ট ৪
প্রাক/প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন প্রশ্নমালা

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. স্কাউট ও গার্লস গাইডের মূল কাজ			
	ক) জনকল্যাণ ও আর্তমানবতার সহায়তা স্কাউট ও গার্লস গাইডের মূল কাজের অন্তর্ভুক্ত	গ)	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজের দক্ষতা বাড়ানো ও অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করা
	খ) প্রতি বছর নিয়মিত ক্যাম্পিং করা	ঘ)	পড়াশোনা ও প্রশিক্ষণ ছাড় অন্য কোন কাজে সময় নষ্ট না করা
২. জনকল্যাণ হল			
	ক) অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধে বাজার ব্যবস্থাকে সচল রাখা	গ)	সকল নাগরিককে অর্থের বিনিময়ে সামগ্রী ও সেবা ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করা
	খ) সকল নাগরিকের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় কুশল ও সামাজিক সেবাসমূহের ব্যবস্থা করা	ঘ)	সরবরাহ ব্যয় সীমিত রাখার জন্য দুর্গম বা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সেবা প্রবাহ জারি না রাখা
৩. স্বেচ্ছাসেবা হল			
	ক) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা	গ)	মানুষের উপকার করা
	খ) বিনা পারিশ্রমিকে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন বা জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা	ঘ)	বিনা পারিশ্রমিকে কোন মানুষের জন্য ব্যক্তিগতভাবে কিছু করা
৪. দুর্যোগ মোকাবেলার মূলে রয়েছে			
ক)	সক্ষমতা বৃদ্ধি	গ)	সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ক্ষতিপূরণ
খ)	ক্ষতিপূরণ	ঘ)	জরুরি সাড়াদান
৫. জরুরি সাড়াদানে বৈচিত্র্য বিবেচনার মূল বিষয় হল			
	ক) নারীর বিশেষ কিছু চাহিদা বিবেচনা করা; তা না হলে এরা বঞ্চনার শিকার হতে পারে	গ)	শিশু বড়দের উপর নির্ভরশীল; তাই সেবা দানের ক্ষেত্রে শিশুর চাহিদার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ জরুরী নয়
	খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ জরুরী নয়	ঘ)	সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সেবা প্রবাহের ব্যবস্থা করতে ব্যয় বাড়ে ও কার্যকারীতা হ্রাস পায়
৬. দুর্যোগ পীড়িত জনগোষ্ঠীর অধিকারের মূল ভিত্তি হল			
	ক) আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে মানবিকতার মূলনীতি	গ)	রাষ্ট্রের মূলনীতি
	খ) মানবিক সংগঠনগুলোর মূলনীতি	ঘ)	কোনটিই নয়

৭. মানবিক সহায়তার ন্যূনতম মান হল	
ক) মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় গুণগত মান সম্পন্ন সেবা ও সামগ্রী	গ) মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ সেবা ও সামগ্রী
খ) মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ও গুণ সম্পন্ন সেবা ও সামগ্রী	ঘ) মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা পূরণ
৮. জবাবদিহিতার মূল বিষয় হল	
ক) সকলকে কার্যক্রম ও এর অগ্রগতি সম্পর্কে জানানো	গ) অভিযোগ গ্রহণ ও তার নিষ্পত্তি করা
খ) সকলের মতামত নেওয়া	ঘ) উপরের সবগুলো
৯. স্বচ্ছতা হল	
ক) সততার সাথে কাজ করা	গ) প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করা
খ) কাজ এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাতে জনগোষ্ঠীর সবাই কাজের ধরণ ও ফলাফল সম্পর্কে সঠিক ধারণা পায়	ঘ) অঙ্গিকার রক্ষা করা
১০. সাড়াদান ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা বিষয়ে স্কাউট ও গার্ল গাইডের করণীয়	
ক) সাড়াদান কার্যক্রম বিষয়ে প্রয়োজনীয় সব তথ্য জনগোষ্ঠীর সবাইকে জানানোর প্রক্রিয়া ও কৌশল নির্ধারণ করা	গ) অভিযোগ নিষ্পত্তি করার প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা
খ) জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদানের প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা	ঘ) উপরের সবগুলো

পরিশিষ্ট ৫
প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন মুডমিটার

নিচের ছকের যে কোন একটিতে √ চিহ্ন দিয়ে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আপনার অনুভূতি প্রকাশ করুন।

ভালো	মোটামুটি ভালো	ভালো না

সহায়কের জন্য নির্দেশনা

- বড় একটি পোস্টার পেপার বা ব্রাউন পেপারে ছকটিকে প্রস্তুত করুন।
- ছকটি পূরণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদেরকে ভালোমত অবগত করুন।
- ছকটিকে প্রশিক্ষণ কক্ষের এমন একটি স্থানে লাগিয়ে দিন যেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে অংশগ্রহণকারীগণ ছকটি পূরণে সক্ষম হবেন।
- পরিষ্কার করে বলুন যে, একজন অংশগ্রহণকারী শুধুমাত্র একবার ছকের একটি ঘরে √ চিহ্ন দিয়ে তার মতামত প্রকাশ করতে পারবেন।
- ছক পূরণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদেরকে অন্যের মতামত নেয়া থেকে বিরত থাকতে বলুন।
- প্রয়োজনে ছকটি পূরণে অংশগ্রহণকারীদেরকে সহায়তা করুন।

গ্রন্থপঞ্জী

অক্সফাম-জিবি (২০০৬) *দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল*, ঢাকা: অক্সফাম-জিবি বাংলাদেশ প্রোগ্রাম

ইসিবি বাংলাদেশ কনসোর্টিয়াম (২০১১) *জরুরি কার্যক্রমের প্রভাব পরিমাপ এবং জবাবদিহিতা*, ঢাকা: ইমার্জেন্সি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রজেক্ট

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় (২০১০) *সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ-প্রশিক্ষণার্থী হ্যান্ডবুক*, ঢাকা: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো

বাংলাদেশ স্কাউটস (২০১০) *প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল*, ঢাকা: বাংলাদেশ স্কাউটস

Oxfam GB (2011) *Accountability Learning Pack in Humanitarian Response,* Dhaka: Oxfam International (Emergency) Capacity Building Project

PROSHAR (2012) *Disaster Risk Reduction Manual for UzDMC Members,* Khulna: PROSHAR

http://www.bangladeshscouts.org

http://en.wikipedia.org/wiki/Scouts

http://en.wikipedia.org/wiki/Boy_Scout

http://en.wikipedia.org/wiki/Girl_Guide_and_Girl_Scout

http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh_Scouts

এই প্রকাশনাটি আমেরিকার জনগণের উদারতায় ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে সম্ভব হয়েছে। এর সকল বিষয়বস্তুর দায়ভার এসিডিআই/ভিওসিএ'র সাব-রিসিপিয়েন্ট প্রজেক্ট কনসার্ন ইন্টারন্যাশনাল'র এবং এখানে প্রকাশিত মতামতের সাথে এসিডিআই/ভিওসিএ, ইউএসএআইডি বা আমেরিকার সরকারের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে।

কারিগরী সহায়তায় Network for Information, Response And Preparedness Activities on Disaster nirapad